সমবায় গরীবের বন্ধু

– লুসি ডি ক্রুশ

আজ আমাদের উদয়নপুর গ্রামের বিরাট আনন্দের দিন। চারিদিকে লোকজন চলাফেরা করছে। প্রায় সকলের মুখেই শোনা যাচ্ছে যে, আজ আমাদের উদয়নপুর গ্রামের সমবায় সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যত খুশী মিষ্টি খাওয়া যাবে।

এমন সময় উদয়নপুর গ্রামেরই একজন গরীব মহিলা সেই পথ দিয়েই সমবায় সমিতির দিকে যাচ্ছিল এবং হঠাৎ রাস্তায় এক বড় লোকের স্ত্রীর সাথে দেখা হল। তাকে সবাই পিন্টুর মা বলে ডাকে।

তাই মিনুর মাকে পিন্টুর মা জিজ্ঞেস করল। আজ আমাদের উদয়নপুর গ্রামে কি হবে গো মিনুর মা?

কত লোক সমবায় সমিতির দিকে যাচ্ছে।
তোমাকে দেখেও মনে হচ্ছে, সেখানেই যাচ্ছ?

মিনুর মাঃ কেন তুমি জাননা আজ আমাদের উদয়নপুর গ্রামের সমবায় সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে আমরা সমবায়ী সদস্য ও সদস্যারা প্রতি মাসে ৫০ পয়সা করে বইয়ে জমা দেই। সেই টাকার আজ হিসাব নিকাশ হবে। নির্বাচন দিয়ে চেয়ারম্যান বানানো হবে। এবং পরিশেষে আমার টাকা খাঁটিয়ে যে লাভ পাওয়া গেল, সেখান থেকে কিছু টাকা দিয়ে সকল সমবায়ী সদস্য ও সদস্যাদের মিষ্টিও খাওয়ানো হবে। আজ কত আনন্দের দিন আমাদের। তুমি যাবেনা পিন্টুর মা? তাড়াতাড়ি চলো, নতুবা আবার পিছে পড়ে যাব।

পিন্টুর মাঃ না মিনুর মা আমি যাবনা। আমার তো ওখানে কোন বই নেই। ইচ্ছা ছিল বই করার কিন্তু কোন পথই খুঁজে পাইলামনা। কতবার পিন্টুর বাবাকে বলেছি, আমাকে ৫.০০ টাকা দাও আমি সমবায়ে একটা বই করব। কিন্তু কই পাইলামনা তো ৫.০০ টাকা। বড় লোকের বড় বড় কথা। যথেষ্ট টাকা পয়সা জায়গা জমি আছে, সমবায়ের তাদের দরকার নেই। আমার পিন্টুর বাবা অনেক কৃপন। মানুষকে একবেলা খাওয়াতে রাজি। কিন্তু ১টা পাই পয়সা কাউকে দিতে চায় না। এত কঠিন তার হৃদয়।

মিনুর মাঃ কেন দিতে চায়না। সমবায় তো হলো বিপদের সম্বল। আমারও তো অভাবের সংসার। দিনেরটা দিনেই যোগার করে খেতে হয়। তবুও মিনুর বাবাকে বুঝিয়ে, অনেক উপদেশ দিয়ে তার কাছ থেকে ৫.০০ টাকা চেয়ে নিয়ে সমবায়ে বই করেছি। প্রতিমাসে মুষ্ঠির চাউল তুলে ৫ সের তিন পোয়া যা হয় সেই চাউলটা না খেয়ে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে দোকানে বিক্রি করি এবং বিক্রি করে যে টাকা পাই সেখান থেকে সমিতির .৫০ পয়সা জমা রাখি এবং বাকী যে কয় টাকা থাকে সেই টাকা স্কুলের খরচ যোগাই ছেলে মেয়ের।

আর এভাবে রাখতে রাখতে আমার বইয়ে মোট টাকা জমা হয়েছে ২০০.০০ টাকা। সমবায়ে নিয়ম আছে, যার বইয়ে দুইশত টাকা থাকবে সে দুইহাজার টাকা ঋণ পাবে।

তাই আমার বই দিয়ে আমি দুহাজার টাকা উঠিয়েছি এবং সে টাকা দিয়ে ১০ টা কাঁঠাল গাছ রেহানে রেখেছি। বৎসর শেষে কাঠাল বিক্রি করলাম আড়াই হাজার টাকা। আর সেই টাকা দিয়ে আমি ঘরের চালের টিন কিনে এনে ঘর দিলাম মজবুত করে। এখন বৃষ্টি এলে বসে বসে রাত কাটাতে হয় না।

খাওয়া দাওয়ারও তেমন কষ্ট নেই। সমবায়ে .৫০ পয়সা জমিয়ে আজ আমি ৫০ হাজার টাকার মালিক হয়েছি। দেখ সমবায়ের কত শক্তি। এই কারণেই লোকে বলে ফোঁটা ফোঁটা জলে সাগরের সৃষ্টি হয়।

মিনুর মা ঃ তুমি পিন্টুর বাবাকে বুঝায়ে সমবায়ে একটা বই করো তোমার তো আবার অনেগুলো ছেলেমেয়ে। তাই ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। জায়গা জমি টাকা পয়সা কখন যে শেষ হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না।